জশনে জুলুছকে হারাম বলছে- অথচ রমযানের র‍্যালীপালন করছে

দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর ধৃষ্টতা ও দ্বিমুখীনীতি

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) উপলক্ষে জশনে জুলুছ- অর্থাৎ মুসলমানদের আনন্দ মিছিলকে দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী মউদুদী চট্টগ্রাম লালদিঘী ময়দানে হাস্যকর বলে কটুক্তি করেছে। সে বলেছে- বাংলাদেশে নাকি এর জন্ম। উক্ত জাহেল জানেনা যে, নবী করিম (দঃ)-এর জন্ম উপলক্ষে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং ফিরিস্তাদের দ্বারা জশনে জুলুছের ব্যবস্থা করেছিলেন। কুরআন সুন্নাহর আলোকে যে কোন বৈধ আনন্দ উৎসব করা জায়েয। সূরা ইউনুছের ৫৮ নং আয়াতে নবীজীর জন্ম উপলক্ষে আনন্দ উৎসব করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সে মউদুদীর উর্দূ তাফসীর তাফহীমুল কোরআন ছাড়া অন্য কোন আরবী তাফসীর পড়তে পারবেনা। তাফসীরে রুহুল মাআনী উক্ত ৫৮ নং আয়াতের যে তাফসীর করেছে- তাতে হুযুরের জন্ম দিনে আনন্দ উৎসবের কথা উল্লেখ আছে হযরত ইবনে আব্বাস সুত্রে। দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী যদি উক্ত রুহুল মাআনী আমাদের সামনে পড়ে অনুবাদ করতে পারে- তাহলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। আশা করি পারবেনা- যেহেতু সে প্রকৃত আলেম নয়- শুধু বক্তা।

তার জামাতে ইসলামী রমযানকে স্বাগত জানিয়ে র‍্যালী বা মিছিল বের করে। তাকে জিজ্ঞাসা করি- এই র‍্যালীর কোন দলীল কি দেখাতে পারবেন? এই র‍্যালী কি পূর্ব যুগে ছিল? আপনারা তাহলে এই র‍্যালী বের করেন কোন্ দলীলে? রমযানের রোজাকে বা মাহে রমযানকে স্বাগত জানাতে পারলে নবীজীর সম্মানে জুলুছ বের করা যাবেনা কেন? সাঈদী সাহেব জবাব দিবেন কি?

-আবুল খায়ের, শাহাজাহানপুর।

মতামত (গ)

অবশেষে পবিত্র রমজানকে জুলুছের মাধ্যমে পালন করে জশনে জুলুছের বৈধতার প্রমান করলো জুলুছ বিরোধীরা

গত ৬/১১/০২ মাহে রমজানের পবিত্রতা রক্ষা ও রমজানকে স্বাগত জানিয়ে জামাতে ইসলামীর অংঙ্গ সংগঠন ছাত্র শিবির বিশাল ও বনাঢ্য মিছিল বের করে।

নবী (দঃ)-এর যুগে বা সাহাবী, তাবেয়ী তাবে তাবেয়ী (রাঃ) কোন যুগেই রমজান কে স্বাগত জানিয়ে ও রমযান-এর পবিত্রতা রক্ষার আহবান জানিয়ে কোন প্রকার মিছিল বা জুলুছ বের করা হয়নি।

পবিত্র কোরআন, হাদিস ইজমা, কেয়াস এ কোথাও রমযান এর জুলুসের উল্লেখ নেই। আজ দেশের বিখ্যাত তৌহিদবাদী ও জ্ঞান পাপি তথাকথিত খতিব, শায়খুল হাদিস, মোফাসসের ও মুফতিগণ উক্ত রমজানের মিছিলকে বেদাত, হারাম, বা নাজায়েজ-এর কোন প্রকার ফতোয়া দেয় নাই। কিন্তু যখনই রবিউল আউয়াল মাস আসে- তখন নবী প্রেমিক আশেকে রাসুল (দঃ) গন নবী (দঃ)-এর দুনিয়াতে আগমনের আনন্দে স্বাগত জানিয়ে মিছিল বা জুলুস করে। তখনই বাংলাদেশের জাতীয় খতিব, ইমাম, শায়সুল হাদিস সাহীদী গোত্র পেপার পত্রিকা হ্যান্ড বিল, টি,ভি মারফৎ নবীর (দঃ) দুনিয়াতে আগমনের আনন্দ মিছিল করাকে হারাম, বেদাত, নাজায়েজ বলে।কোরআন, হাদিস-এর মধ্যে এর প্রমান থাকা স্বত্বেও তারা বেদাত, নাজায়েজ বলে। এখন প্রমান হয়ে গেল- কারা আশেকে রাসূল (দঃ) আর কারা বেয়াদবে রাসূল (দঃ)।

রোজা হল আমল। তারা রোজাকে সম্মান করছে ও স্বাগত জানাচ্ছে। কিন্তু নবী (দঃ) হলেন ঈমান। নবী (দঃ)-এর মাধ্যমে আমরা ঈমান পেয়েছি। প্রথমে নবী (দঃ) কে সম্মান করতে হবে। পরে সম্মান করতে হবে আমলকে। এই সাধারন জ্ঞানটুকুও তাদের লোপ পেয়েছে।

আমাদের স্বরন রাখতে হবে- ইবলিসের পৌনে সাত লক্ষ্য বৎসরের আমল ছিল। ছিল না কেবল নবী (দঃ)-এর প্রতি সম্মান। তাই ফেরেস্তার সরদার হয়েও সে হয়ে গেল শয়তান। বরবাদ হয়ে গেল তার সমস্ত আমল।

যাই হোক রমজানকে স্বাগত জানিয়ে ইসলামী ছাত্র শিবির সহ বিভিন্ন সংগঠন- যারা মিছিল বের করে নবীজীর মিছিলের বৈধ্যতা প্রমান করেছে- তাদেরকে জানাই ধন্যবাদ। মোঃ হাশেম, কায়েতটুলী, ঢাকা।